প্রথম অধ্যায় সূচনা (Introduction)

১. মালদহ / মালদা জেলার সাধারণ পরিচয়

১.১. প্রসঙ্গ : জেলা নাম- মালদহ / মালদা

মালদহ জেলার নামকরণের উৎস সম্পর্কে কয়েকটি মত প্রচলিত রয়েছে। অনেকে এই জেলাটির নামকরণের সঙ্গে 'মালদ' বা বর্তমানের মালপাহাড়ি জাতির অবস্থান জনিত কারণকে তুলে ধরতে চান। কিন্তু এরকম মতের সপক্ষে বিশেষ কোনো নথিপত্র বা তথ্য পাওয়া যায়না। তবে আরবি শব্দ 'মাল'থেকে যে মালদহ নামের উৎপত্তি এর সপক্ষে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আরবি ভাষায় 'মাল' শব্দের অর্থ হল ধন, টাকা, গহনা-গাঁটি,[১] বাণিজ্যদ্রব্য; পণ্যদ্রব্য, বস্তু goods. অর্থ, সম্পত্তি, গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব দেওয়া ভূমি [২] পণ্যদ্রব্য, ধনসম্পদ। [৩] এই মাল শব্দটির সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দ 'দহ'< হ্রদ (অতি গভীর জলাশয়) যুক্ত হয়ে 'মালদহ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। জানা যায় এক সময় নদী পথ দিয়ে এই জেলার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্য চলত। এবং সেই বাণিজ্যকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল বর্তমানের পুরাতন মালদহকে কেন্দ্র করে। পরবর্তী কালে মালদা জেলাটি যখন সরকারী ভাবে গঠিত হয়,তখন বর্তমানের পুরাতন মালদহকে কেন্দ্র করেই জেলাটির নামকরণ করা হয় 'মালদহ' বা 'মালদা'। এপ্রসঙ্গে G.E. Lambourn উল্লেখ করেছেন,"The district was formed of outlying portions of the Purnea and Dinajpur districts in 1813,though it did not formally become an independent administrative until till 1859. It takes its name from the town of Malda , which is situated on the left bank of the Mahananda river at its junction with the Kalindri river, and is about four miles north of English Bazar (Engrezabad). "[৪] সেই সঙ্গে একজন মহিলার লক্ষ টাকার পারদ কেনার গল্পটিও তিনি তুলে ধরেছেন, যেখানে 'মাল' শব্দটি সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে "A story is current of an old woman buying up the entire stock of mercury of a merchant who had come to the place to trade and who had been unable to dispose of his goods. Her wealth *(mal)* was such that she was able to devote all her purchase to cleaning one tank only, called the Parpukur *(mercury tank)* to this day, and thus to give the place the name of Malda or the place of wealth. Another fanciful derivation is from *Maladah,* a string of deep pools, a feature of the town being the deep depressions left by old water courses." [৫]

'মালদহ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আবুল ফজল আল্লামি তাঁর আইন-ই-আকবরীতে । [৬] মালদহ জেলার অনেক স্থানের নামের সঙ্গে 'দহ' শব্দটি জড়িয়ে আছে। যেমন- বুড়িদহ (গাজোল থানা) কুপাদহ , বোকাদহ, খুটাদহ , নন্দিনাদহ (বামনগোলা থানা) শাল-দহ, চাপদহ , বিলদহ , মশালদহ , (হরিশ্চন্দ্রপুর থানা)।

১.২.মালদহ /মালদা জেলা গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মালদা বা মালদহ জেলা - নাম হিসেবে খুব বেশি পুরোনো নয়। স্থান নাম হিসেবে জেলাটির বয়স যাই হোক জেলা হিসেবে মালদহের জন্ম হয় ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে মালদহে একটি জেলা গঠনের গুরুত্ব ইংরেজ সরকার অনুভব করে। সদর দপ্তর পূর্ণিয়া থেকে দূরত্বের কারণে মালদহের বিভিন্ন অঞ্চলে চুরি ডাকাতি বা অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে M.O.Carter জানিয়েছেন, "The district was formed in 1813 out of portions of Purnea, Dinajpur and Rajsahi districts . The prevalence of crime, and the extreme distance of these outlying areas from their district headquarters, rendered closer supervision necessary. Kharba and Harischandrapur police-stations were added to the district in 1896 . The district boundary was published by notification in 1875, since when minor transfers have been made, the most important of which was the transfer in 1929 of Bhutni diara , a large island Char in the Ganges , from Santal Parganas to Malda . The district was under the Bhagalpur Division from 1876 until 1905 , when it was transferred back to the Rajshahi Division on the formation of the province of Eastern Bengal and Assam . There are no outlying sub-divisions . Proposal have been made for the division of the district into three sub-divisions , but the volume of criminal wark is not sufficient to warrant the expenditure which these proposals would involve. " [৭]

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে বর্তমান মালদা জেলায় একজন Joint Magistrate এবং একজন Deputy Collector নিযুক্ত হন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে মালদায় প্রথম Treasury স্থাপিত হওয়ার পরেও মালদা জেলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা হিসেবে ধরা চলেনা। G. E. Lambourn-এর উল্লেখ অনুযায়ী মালদা জেলাটি শাসনতান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে - "The district was formed of outlying portions of the Purnea and Dinajpur districts in 1813, though it did not formally become an independent administrative until till 1859.[৮] ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে Joint Magistrate পদটিকে তুলে দিয়ে একজন জেলা শাসক নিযুক্ত করাহয়। এই সময় থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মালদা জেলা রাজশাহী বিভাগের মধ্যে ছিল। পরে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ অবধি ভাগলপুর বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও আবার রাজশাহী বিভাগে চলে আসে। তবে ১৮৭৫/১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলার জজ নিযুক্ত না হওয়ার ফলে দিনাজপুরের জজ প্রতি তিন মাস অন্তর এসে ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তি করতেন। কারণ সমস্ত ফৌজদারী মামলা তাঁর বিচারাধীন থাকতো।

মালদহ জেলাটি গঠনের সময় জেলায় থানার সংখ্যা ছিল ১৫টি। [৯] থানাগুলির নাম ও আয়তন হল -

থানার নাম	অয়তন (বর্গ মাইল)
১. হরিশ্চন্দ্রপুর	১৫০
২. খরবা	১৪২
৩. গাজোল	১৯৮
৪. বামনগোলা	৬৮
৫. হবিবপুর	১৫৩
৬. পুরাতন মালদা	৮৭
৭. ইংরেজবাজার	৯৮
৮. রতুয়া	১৫৬
৯. মানিকচক	১১৩
১০. কালিয়াচক	২০৯
১১. শিবগঞ্জ	১৮৩
১২. ভোলাহাট	৪৮
১৩. গোমস্তাপুর	১২৩
১৪. নাচোল	১১০
১৫. নবাবগঞ্জ	১৪৯

কিন্তু দেশ ভাগের সময় পূর্বতন মালদা জেলার শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর- এই থানা গুলি পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকি ১০ টি থানা নিয়ে স্বাধীনত্তোর মালদা জেলা গঠিত হয়। বর্তমান মালদহে ১১ টি থানা ও ১৫ টি ব্লক রয়েছে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census -এ উল্লেখ করা হয়েছে- "The district of Maldah now includes 11 Police Stations , of which 10 Police Stations were there during 1981 Census and 1 new Police Station named Baishnab Nagar was created before 1991Census. It also includes 15 Community Development Blocks and one Sub-division (Sadar) with its district Headquarters located at the Maldah town locally Known as ' English Bazar.' [১০] যদিও ১৯৯১ -এর Census এ একটি Sub-division- এর কথা বলা হয়েছে , কিন্তু পরবর্তীতে মালদা জেলায় আর একটি Sub-division গঠন করা হয়েছে (চাঁচল সাব-ডিভিশন ২০০১ সালের ১লা এপ্রিল)।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার ব্লকগুলির সংখ্যা ও আয়তন নিম্নরূপ [১১]

ব্লকের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
১. রতুয়া (১)	২২.৫১৭
২. রতুয়া (২)	১০.১২৯
৩. হরিশ্চন্দ্রপুর (১)	১৭.১৪০
৪. হরিশ্চন্দ্রপুর (২)	২১.৭২২
৫. চাঁচোল (১)	১৬.২০৮

ব্লকের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)
৬. চাঁচোল (২)	২০.৫২২
৭.মানিকচক	৩১.৬৩৯
৮. গাজোল	৫১.৩৭৩
৯. হবিবপুর	৩৯.৭১০
১০.বামনগোলা	২০.৬২০
১১. পুরাতন মালদহ	২২.৪১১
১২. ইংরেজবাজার	২৫.১৮৫
১৩. কালিয়াচক(১)	১০.৬৬০
১৪. কালিয়াচক(২)	২০.৯১৭
১৫. কালিয়াচক(৩)	২৫.৪৭৪

২. ভৌগোলিক পরিচয় :

২. ১. অবস্থান : মালদা জেলার আয়তন নির্ধারণে পরিবর্তনশীলতা আমরা লক্ষ করেছি। এই পরিবর্তনের মূলে রাজনৈতিক কারণকে আস্বীকার করা যায়না। বিশেষত স্বাধীন ভারতবর্ষ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণ জনিত কারণ। কেননা ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে G.E. Lambourn মালদা জেলার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন -" The district of Malda , which with that of Dinajpur forms the western portion of the Rajshahi Division of Bengal , lies between 24^0 30' and 25^0 32' 30" north latitude and 87^0 48' and 88^0 33' 30" east longitude . It extends over 1,899 square miles and is bounded on the north by the Purnea and Dinajpur districts, on the east by Dinajpur and Rajshahi, on the south by Murshidabad, and on the west by Murshidabad , the Sonthal Parganas and Purnea ." [১২]

যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত মালদা জেলার অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন , " The district is situated between the latitudes 25^0 32' 08" and 24^0 40' 20" in the northern hemisphere, and is situated entirely to the north of the Tropic of Cancer. The eastern most extremity of the district is marked by 88^0 28' 10" of longitude and its western most extremity by 87^0 45' 50" of longitude. The area of the district according to the Surveyor–General of India is 1436 square miles. [১৩]

অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্বে মালদা জেলার আয়তন ছিল ১৮৯৯ বর্গ মাইল ; কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীতে সেই আয়তন কমে দাঁড়ায় ১৪৩৬ বর্গ মাইলে । তাই আয়তন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবিক ভাবেই অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারও পরিবর্তন ঘটেছে ।

আবার ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার অবস্থান হল- " Maldah is located at the latitude from 25^0 32' 08" to 24^0 48' 20" in the north and at the longitude from 88^0 28' 0" to 87^0 45' 50" in the east. The district covers an area of 3,773 sq kms " [১৪]

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার অবস্থান হল -"The District of Maldah is located between 24^0 40' 20" and 25^0 32' 08" North Latitudes and 87^0 45' 50" and 88^0 28' 10" East Longitudes. It is bounded on the north by the state of Bihar and the districts of Uttar Dinajpur and Dakshin Dinajpur , in the south – west by the river Padma / Ganga and on the other side of Ganga is situated the state of Jharkhand, is the south by the district of Murshidabad and the east by part of Dakshin Dinajpur district and Bangladesh ."[১৫]

মালদহ জেলার আয়তন বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হয়েছে, সে পরিবর্তন স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও স্থির থাকেনি। যেমন - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের Gazetteers of India, West Bengal, Malda -তে মালদা জেলার আয়তন ১৪৩৬ বর্গ মাইল বলাহয়েছে। আবার আবার ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার আয়তন "The district covers an area of 3,773 sq kms " [১৬] কিন্তু ২০০১ - খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার আয়তন ৩৭৩৩ বর্গ কিলোমিটার।

২.২. ভৌগোলিক বিভাগ ও ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতির গঠন গত দিকের বৈচিত্র অনুযায়ী মালদা জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। "The area of the district may be divided into three zones, (1) the barind, (2) the tal and (3) the diara [১৭] বরিন্দ, টাল ও দিয়াড়া। মহানন্দা নদীটি মালদা জেলার উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে জেলাটিকে পূর্ব-পশ্চিমে দুটি ভাগে ভাগ করেছে । মহানন্দার পূর্ব দিকের ভূ-খণ্ডকে 'বরিন্দ' নামে চিহ্নিত করা হয়। মহানন্দা নদীর পশ্চিমের ভূ-খণ্ডে কালিন্দ্রী নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব ভাবে প্রবাহিত হয়ে জেলার বাকি অংশকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এই ভাগের উত্তর অংশের নাম 'টাল' এবং দক্ষিন অংশের নাম 'দিয়াড়া'। বরিন্দ, টাল ও দিয়াড়া এই তিন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় মহানন্দার পূর্ব দিকের ভূ-খণ্ডে মাটির ভাগ বেশি ; কিন্তু মহানন্দার পশ্চিম দিকে বালির ভাগ বেশি। তবে কালিন্দ্রীর দক্ষিণে গঙ্গা পর্যন্ত অংশে বালির ভাগ অনেক বেশি। এই অঞ্চলটির ভূমির উর্বরতা জেলার বাকি অংশের তুলনায় অনেক বেশি। জেলার ভূ-খণ্ডের মধ্য ও দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চলে প্রচুর আম বাগান রয়েছে।

বরেন্দ্র বা বরিন্দ অঞ্চল :

মালদা জেলার সব থেকে প্রাচীন অংশের নাম বরেন্দ্র ভূমি। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে G.E. Lambourn মালদা জেলার এই অঞ্চলটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,"The river Mahananda flowing north and south roughly divides the district into two equal parts, corresponding by local tradition to the old boundary line of the Rarh and Barendra. To this day the country to the east of the Mahananda is called the *barind* ."[১৮] তিনি এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ,

" Its characteristic feature is the relatively high land of the red clay soil of the old alluvium .[১৯] রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় 'বরিন্দ' শব্দেটির অর্থ 'টাকা রাখিবার তহবিল'। [২০] অনেকে প্রাচীন গৌড়কে, কেউ বা মহানন্দার পূর্ব তীরের ভূ-খণ্ড যা করোতোয়া নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বরেন্দ্র ভূমি বলতে চান।[২১] তবে বর্তমান মালদা জেলার মহানন্দার পূর্বে দিকের ভূ-খণ্ডটিই 'বরিন্দ' নামে চিহ্নিত। অঞ্চলটির মধ্যে রয়েছে গাজোল থানা, বামনগোলা থানা, হবিবপুর এবং পুরাতন মালদহ থানার বৈচিত্রশীল ভূ-ভাগ।

এই অঞ্চলের ভূমির ধরন লাল পলি মৃত্তিকার উচ্চ-ভূমি । যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত অঞ্চলটির ভূমির গঠন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন , " The barind lies to the east of the Mahananda river and is characterized by undulating ground which forms a part of the tract which stretches into West Dinajpur and Rajshahi. [২২] বরিন্দ্ অঞ্চলটির ভূমি উঁচু-নীচু হওয়ায় চাষ-বাসের ও পানীয় জলের প্রয়োজনে বেশ কিছু পুকুর রয়েছে। বরিন্দ্ অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্রশীল ভূ-ভাগ। এর কোথাও এক ফসলি জমি কোথাও আবার বহু ফসলি জমি। পুরাতন মালদহ থানার বেশ কিছু অঞ্চলে লাল মাটির আধিক্য থাকায় জমির উর্বরা শক্তি অনেকাংশে নিম্ন মানের। এই অঞ্চলে অন্যান্য থানার তুলনায় গাজোল থানা অঞ্চলের জমি অনেকাংশে উর্বর। বরিন্দের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি হল-বামনগোলা থানার পূর্বঅংশ, হবিবপুর থানার পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং পুরাতন মালদা থানার, দক্ষিণ-পূর্ব অংশ । সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলটি নদী তীরবর্তী হওয়ায় চাষযোগ্য জমির উর্বরতা বেশি। প্রতি বছরই কমবেশি বন্যায় জমিগুলিতে পলি পড়ে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য নদী অঞ্চলগুলি হল বরিন্দ্ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত টাঙ্গন নদী তীরবর্তী অঞ্চল ও মহানন্দার পূর্ব তীরবর্তী অঞ্চলের কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র। এই অঞ্চলের নদী তীরবর্তী অঞ্চল বা যেসব জমি বর্ষার জলে ডুবে থাকে সেসব ক্ষেত্র 'ডুবা' নামে পরিচিত। উঁচু জমি 'ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। আবার বর্ষার জলের ধারা বয়ে যায় এধরনের জমি স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় 'কান্দর' নামে পরিচিত।

হবিবপুর থানায় আদিবাসি তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বসবাস অধিক। এই অঞ্চলের আদিবাসি অঞ্চল- গুলিতে বহু সংখ্যক মহুয়া গাছ রয়েছে। এই সব মহুয়া গাছের ফল থেকে তারা মাদকদ্রব্য তৈরি করে। তবে তাল , খেজুর , বাবলা, আম , জাম, কাঠাল, অশত্থ, বট, বাঁশবন ইত্যাদি বৃক্ষও বহু পরিমাণে রয়েছে।

টাল অঞ্চল :

মহানন্দা নদীর পশ্চিমের ভূ-খণ্ডে কালিন্দ্রী নদীটি দক্ষিণ-পূর্ব ভাবে প্রবাহিত হয়ে অঞ্চলটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। এই ভাগের উত্তর অংশের নাম 'টাল'। G.E. Lambourn উল্লেখ করেছেন " West of the Mahananda the country is again divided into two well define parts by the Kalindri river flowing west and east from the Ganges. North of the Kalindri the distinguishing natural feature is the *tal* land , the name applied to the land which floods deeply as the rivers rise, and drains by meandering streams into swamps or into the Kalindri. There are extensive tracts of this land covered, where not cultivated, with tall grass in Ratua and Tulsihata thanas .[২৩] অর্থাৎ মহানন্দার পাশ্চিম অংশ এবং কালিন্দ্রী নদীর

উত্তরাংশ 'টাল' নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের পশ্চিম দিকের ভূমি ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে বলে ভূমির ধরন অনুসারেই নাম হয়েছে 'টাল'। এঅংশের ভূমি বরিন্দের তুলনায় খানিকটা নীচু। টাল অঞ্চলের উত্তর-পূর্বাংশের প্রধান ফসল পাট ও ধান এবং অর্থকরী ফসল হিসেবে রেশমের গুটি পোকার (পলু) চাষও এ অঞ্চলে লক্ষ করা যায়। বাকি অংশে ধান চাষ হলেও প্রচুর আম বাগান রয়েছে।

দিয়ারা অঞ্চল:

কলিন্দ্রী নদীর দক্ষিণে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি দিয়াড়া / দিয়ারা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটির সৃষ্টি হয়েছে গঙ্গার পলি দ্বারা। জেলার সর্বাপেক্ষা উর্বর এই অঞ্চলের নামের পশ্চাতে রয়েছে এর ভূপ্রকৃতি। দ্বীপ >দিয়া + ড়া (সাদৃশার্থে) যার অর্থ চর বা চড়া অর্থাৎ, নদীর চড়া থেকেই এই অঞ্চলটির উৎপত্তি। এই অঞ্চলটি সম্পর্কে G. E. Lambourn উল্লেখ করেছেন "South of the Kalindri lies the most fertile and populous portion of the district. It is seamed throughout by old courses of the Ganges, upon the banks of one of which the city of Gour once stood . The most striking natural feature is the continuous line of island and accretions formed in the bed of the Ganges by its ever changing currents and known as the *diara* ," [২৪] অর্থাৎ প্রাচীন কালে গঙ্গা গৌড়ের পাশ দিয়ে বয়ে যেত। পরবর্তীকালে নদীর পূর্ব তীরে চড়া পড়ে এবং নদীটি পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। এভাবে গঙ্গার পূর্ব তীরের পলিভূমিতে চাষবাসের অনুকূল পরিবেশ থাকায় ধীরে ধীরে বসতি গড়ে ওঠে এবং দিয়াড়া অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত অঞ্চলটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, "The diara consists of strip roughly eight miles in width along the western and southern sides of the districts. Its formation is the result of countries of fluvial action by the Ganges, the old channel of which can still be traced , beginning from the present course of the Bhagirathi river beside Gour, and extending west wards by successive stage ." [২৫] এথেকে বলা যায় এই অঞ্চলটি মালদা জেলার নবীনতম ভূখণ্ড। নদীর স্থান পরিবর্তন অঞ্চলটির ভাষার ওপরও প্রভাব ফেলেছে। জেলার বাকি অংশের কথ্যভাষার সঙ্গে দিয়াড়া অঞ্চলের কথ্যভাষা বৈশিষ্টের পার্থক্যও বেশ রয়েছে। দিয়াড়া অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ফসল হল আম। " Mango gardens are common and some mulberry in grown.The soil is of a light variety, with sandy appearance." [২৬]

২.৩. নদী-খাড়ি , খাল-বিল

মালদা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা নদীই প্রধান। পশ্চিম দিক থেকে জেলায় প্রবেশ করে গঙ্গা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বয়ে চলেছে। অপর অন্যতম নদীটি হল মহানন্দা। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত মহানন্দা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাকে করেছে শস্যশ্যামল। অন্যান্য নদীগুলির মধ্যে কালিন্দ্রী, টাঙ্গন, ভাগীরথী, ফুলহার, পাগলা, ব্রাম্ভণি, বেহুলা, পূর্ণভবা, ইছামতী, হাড়িয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নদী ।

বর্ষার জল ভূমির ঢাল অনুযায়ী নদীর দিকে বা বিলের দিকে প্রবাহিত হতে হতে উপনদীর আকার ধারণ করে। যেগুলিকে খাড়ি বলা হয়ে থাকে। এরকম কয়েকটি খাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়।

যেমন-কালকোশ, কঙ্কর, কোশ, বরোমাসিয়া, বুড়িগঙ্গা ছাড়াও কয়েকটির নির্দিষ্ট করে তেমন নাম নেই। বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটের উত্তর অঞ্চল থেকে পূর্ব দিকে ওলন্দর , গাঙুরিয়া, আশ্রমপুর হয়ে এরকম একটি খাড়ি পূর্ণভবার শাখানদী হাড়িয়া নদীতে মিশেছে।

৩. ঐতিহাসিক পরিচয় :

বর্তমানে যে অঞ্চলটি মালদা জেলা নামে পরিচিত তা যে প্রাচীন গৌড় জনপদেরই অন্তর্ভূক্ত সে সম্পর্কে কোনও দ্বিমত নেই। গৌড় এক সময় সারা বাংলার রাজধানী ছিল তা আমরা সবাই জানি। প্রাচীন মালদহে দুটি বড় নগর ছিল - গৌড় এবং পাণ্ডুয়া যার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্ধন, তবে তখন মালদহের নাম মালদহ ছিলনা। কারণ 'মালদহ' শব্দটির উৎস সন্ধানে আমরা আরবি শব্দের পরিচয় পেয়েছি যার উৎপত্তি মুসলিম যুগ বা মধ্যযুগে। পাণ্ডুয়া সম্পর্কে G. E. Lambourn উল্লেখ করেছেন , " That portion of the district, the *barind* or Brendrabhum of the Sen dynasty, in which Pandua lies, comes into history earlier as part of the kingdom of Panduavardhana ." [২৭] অর্থাৎ বর্তমান বরিন্দ অঞ্চলের পাণ্ডুয়াই অতিতের পুণ্ড্রবর্ধন।

পাণ্ডুয়ার প্রথম নির্ভর যোগ্য ইতিহাস আমরা পাই ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। G. E. Lambourn উল্লেখ করেছেন, "The really authenticated history of Panduabegins in Mahomedan times with the removal of the capital there from Gour by Shamsuddin Ilyas Shah about the year 1353 A.D."[২৮] মধ্যযুগে অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী ছিল গৌড় ও পাণ্ডুয়া । এক সময় পাণ্ডুয়াই ছিল মুসলিম শাসনের কেন্দ্র বিন্দু। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census - পাণ্ডুয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে- "It is the old capital town of Bengal . The town is famous for its Kutubshahi and Adina Mosques and a large Darga of the Muslim community . There are a large number of historical relics and monuments of Muslim rule in Bengal ." [২৯]

মহারাজা শশাঙ্কের আমলে গৌড় রাজ্য একটি স্বাধীন জন পদ রূপে প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন । শ্রীহর্ষের সভাকবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' শশাঙ্ককে গৌড়াধিপ নামে বর্ণিত করেছেন। তিনি অবশ্য কর্ণ-সুবর্ণের রাজা হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

প্রাচীন যুগে মালদহ বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্ড্র শাসিত পুণ্ড্রবর্ধনেরই একটি অংশ ছিল। মালদা জেলার ইতিহাস নিয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census-এ মালদহ জেলার যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল - " In the ancient time, it was a part of the kingdom of Paundrabardhana ruled by Paundra, the youngest son of king Bali. This area was an important unit of administration of the Gupta Empire during the reign of emperor Samudra Gupta. Dharmaditya was an independent king of this area in 3rd Century A.D. In 5th Century A.D. Ishan Barma , the king of Magadha attacked this area and ruled over there for a considerable period of time. During the rule of Sasanka the area was called 'Gaur' and during this reign the kingdom was independent and powerful in the eastern region of the country. He changed the name of 'Pundra Bardhan' into 'Gour' and established own kingdom . In 600 A.

D. Gopaldev became the king of Gour and he made the kingdom of Gour a powerful one with the capital at Gour town , 16 miles north east of Malda Town . In the 7th century, during the rule of Pala kings like Dharmapala and Debpala, the kingdom of Gour flourished as a great power in Bengal . Moreover, during the rule of Ballal Sen of the Sen Dynasty in 12th century and 13th Century Gour as a state became very powerful in the country. But unfortunately, during the reign of king Lakshman Sen , the rule of Hindu kings in the history of Bengal came to an end. After the advent of the Muslim Period in Bengal, Ilias Shah founded a powerful kingdom of Gour. Sultans like Nasiruddin and Hasan Shah (1493-94) consolidated their position and controlled the different parts of Bengal from the twin cities of Gour and Pandua. The kingdom of Gour became an important centre of trade during the Medieval period of history of Bengal. During 1676, the Dutch built a Kuthi in Maldah town for trading purchase. [৩০]

বণিক বেশি ইংরেজের হাতে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাস্ত হতে হল। নিভে গেল বাংলার মুসলিম শাসনের প্রদীপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে খেলার পুতুল হয়ে রাজ্য শাসনের ভারে জর্জরিত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মির কাশিম শেষ ফণা তুলবার আপ্রাণ চেষ্টায় ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। নবাব মির কাশিমের শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ইংরেজদের উপনিবেশে পরিণত হল। ইংরেজ শাসনে কলকাতা যেমন বাংলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল গৌড়ের প্রভাব কমে গিয়ে ইংরেজবাজারও তেমন মালদা জেলার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। পরবর্তীতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি সারা দেশের মতো মালদা জেলাও ছিল ইংরেজের অধীনে ।

৪. জনগোষ্ঠী:

মালদহ জেলাটির অবস্থানগত কারণের ফলে এই জেলায় বিভিন্ন জনজাতির মানুষের বসবাস সম্ভব হয়েছে। কেননা একাধিক জেলা অপর রাজ্য এবং বাংলাদেশ ছুঁয়ে রয়েছে এই জেলার ভৌগোলিক সীমানা। যার ফলে বিভিন্ন সময়ে পেশাগত ও বসবাসের সুবিধা জনিত কারণে এবং অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মানুষের আবির্ভাব হয়েছে এই জেলায়। এপ্রসঙ্গে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের জেলা গেজেটিয়ারে G.E. Lambourn এর মত হল, "Immigration has been on a large scale for the last three decades , chiefly from the Sonthal Parganas, into the high lands of the *barind* and to some extent of Biharis , who have come for service and settled down to cultivation very largely in the west of Ratua and Tulsihata, though they are to be found every thana . [৩১]

ইংরেজ আমলে যখন লোকগণনার কাজ সরকারীভাবে প্রথম শুরু হয় সেই ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মালদা জেলার লোক সংখ্যা ছিল ৬,৭৭,৩২৮ জন । " The first census of the district was taken in 1872, when the population of the present district area was

677,328 or a density of 357 persons per square mile." [৩২] পরবর্তী সময়ে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে লোক সংখ্যা মোটের উপর বৃদ্ধির হার ৫% হলেও জেলার দক্ষিণ অংশে মেলেরিয়ার কারণে লোক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১৮৮১থেকে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ১৪.৫% । এই বৃদ্ধির কারণ মূলত সাঁওতাল পরগণা থেকে মালদা জেলার বরিন্দ অঞ্চলে সাঁওতালদের আগমন ও জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি । " Between 1881 and 1891 there was an increase of 14.5 per cent, due mainly to the opening out of the *barind* by the Sonthals and increase of population in the south of the district." [৩৩]

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী জেলার লোক সংখ্যা ৮,৮৪,০৩০ জন। এই সময়েও সাঁওতাল পরগনা থেকে সাঁওতালদের আগমনের কথা জানা যায়।

মালদহ জেলার জনজাতির পরিচয়

মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনজাতির মধ্যে মূলত হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মের মানুষের সংখ্যাই অন্যতম। হিন্দু ধর্মের মানুষের মধ্যে উচ্চ বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণের প্রভেদ ছাড়াও আরও অনেক গুলি শ্রেণি লক্ষ করা যায়। W.W. Hunter-এর A Statistical Account of Bengal- Page- 42-44 এর উল্লেখ অনুযায়ী১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মালদহ জেলায় বসবাসকারী জনজাতি গুলি হল- ভড়, ভূমিজ, ধাঙ্গর, খারোয়ার, কোল, পাহাড়িয়া, সাঁওতাল, বাগদী, বাহেলিয়া, বাউরী, বেদিয়া, ভুঁইয়া, বিন্দ, বুনা, চাঁই, চামার ও মুচি, চণ্ডাল, ডোম, দোসাদ, গঙ্গোতা, হাড়ি, কাওরা, করঙ্গা, কোচ, পলি, রাজবংশী, মাহালি, মাল, মালো, মরকণ্ডে, মেথর, ভুঁইমালি, মুশাহর, পাসি, রাজোয়ার, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ঘাটওয়াল, কায়স্থ, ভাট, বৈদ্য, আগরওয়ালা ও মাড়য়ারী, ক্ষত্রী, অসওয়াল, বাক্কাল, বানিয়া, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, গোয়ালা, গরেরি, গানরার, মোদক, কৈবর্ত, আগুরি, বারুই, তামলি, সদগোপ, মালি, কোয়েরি, কুর্মী, নাগর, ধোপা, হাজ্জাম, বেহারা এবং ডুলিয়া, কাহার, ধানুক, কামার, কাঁসারি, সোনার, সূত্রধর, কুমার, লাহেরি, শাঁখারি, শুঁড়ি, তেলি, কলু, তাঁতী, যোগী (যুগী), গণেশ, কপালি, ধুনিয়া, বেলদার, চুনারী, নায়েক, নুনিয়া, পুণ্ডারী, কাণ্ডারী, তুরহা, জালিয়া, মালা, মাছুয়া, তিয়র, পাটনী, পোদ, গণরি, বানফোঁড়, বাথুয়া, কেউট, মুরিয়ারি, সুরাহিয়া, বাইতি, বৈষ্ণব, গোঁসাই, দেশি খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে জুলাহা (জোলা), মুঘল, পাঠান, সৈয়দ, সেখ।

এই সময় সাঁওতাল জনসংখ্যা সামান্য ছিল। এর পরবর্তীতে সাঁওতালদের আগমন ঘটে। G.E. Lambourn উল্লেখ করেছেন- "Between 1881 and 1891 there was an increase of 14.5 per cent , due mainly to the opening out of the barind by the Sonthals and increase of population in the south of the district." [৩৪] ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২১৫ জন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সাঁওতাল জনসংখ্যা- ৭২,৮০০ জন এবং ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সাঁওতাল জনসংখ্যা ৮৪,২০৭ জন।

District Census Hand book Malda (Census 1961)[৩৫] অনুযায়ী তপশিলি জাতির তালিকাটি নিম্নরূপ-

১) বাগ্দী , ২) বহেলিয়া , ৩) বৈতি , ৪) বাউরী , ৫) বেদিয়া , ৬) বেলদার , ৭) ভুঁইমালী , ৮) চামার , চর্মকার, মুচি, রবিদাস, ঋষি , ৯) ডোম , ১০) হাড়ী , ১১) জালিয়া কৈবর্ত , ১২) জালো,

মালো , ১৩) কেওট , ১৪) নমশুদ্র , ১৫) পোলিয়া , ১৬) পাল , ১৭) রাজবংশী , ১৮) তিয়ার , ১৯) তুরী , ২০) ভুইয়া , ২১) বিন্দ , ২২) ধোবা , ২৩) দোষাদ , ২৪) ঘাসী , ২৫) গোনরী , ২৬) কোদার , ২৭) কামী , ২৮) কান্দরা , ২৯) ক্যাওরা , ৩০) কাউরা , ৩১) খইরা , ৩২) কোচ , ৩৩) কোনাই , ৩৪) কোঁয়ার , ৩৫) লোহার , ৩৬) মাহার , ৩৭) মাল , ৩৮) মল্ল , ৩৯) মেথর , ৪০) মুশাহর , ৪১) নুনিয়া , ৪২) পার্শি , ৪৩) পাটনী , ৪৪) পোদ , ৪৫) বাজোয়ার , ৪৬) শুঁড়ি , ৪৭) সাহা , ৪৮) অন্যান্য।

মালদহ জেলার তপশিলি উপজাতির তালিকাটি নিম্ন রূপ-

১) ভূমিজ, ২) চাকমা, ৩) গারো, ৪) কোরা, ৫) লোধা, খেরিয়া, খারিয়া, ৬) মাহালী,৭)মালপাহাড়ী , ৮) ম্র , ৯) মুণ্ডা , ১০) ওরাওঁ , ১১) সাঁওতাল , ১২) অন্যান্য।

১৯৭১Census অনুযায়ী ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ ও ১৯৭১খ্রিষ্টাব্দের তপশিলি জাতির বৃদ্ধির চিত্রটি নিম্নরূপ-

Major scheduled casts of Malda – 1971 [৩৬]

	1961	1971
1. Rajbanshi	38,443	50,693
2. Namasudra	10,448	24,060
3. Tiyar	12,750	20,221
4. Chamar, Charmakar Muchi, Mochi or Rishi	7,116	16,447
5. Bind	12,290	14,498
6. Jalia Kaibarta	2,633	11,660
7. Pod or Poundra	4,004	9,634
8. Paliya	6,008	9,241
9. Lohar	2,320	8,871
10. Dhopa or Dhobi	4,168	7,695
11. JhaloMalo or Malo	4,831	6,878
12. Nunia	2,935	6,738
13. Dosadh or Dusadh(including Dhari or Dharhi)	3,120	6,281
14. Hari	6,346	6,092

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে তপশিলি জাতিদের মধ্যে রাজবংশী জাতি সংখ্যাধিক্য এবং তপশিলি উপ-জাতিদের মধ্যে সাঁওতাল সংখ্যাধিক্য। কারণ ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী রাজবংশী - ৩৮,৪৪৩ জন এবং সাঁওতাল - ৮৪,২০৭ জন। যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত এই দুই জাতি ও উপ-জাতির বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করেছেন। সাঁওতাল উপ-জাতি সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা হল -

"The Santals proper are divided into twelve castes – Murmu, Kisku, Hemrom, Hasda, Soren, Mardi, Tudu, Besra, Baske, Chore, Badea and Paurea. Their legend is that the first two human beings who were created were Pilchi Haram and Pilchi Budhi . They had seven sons and seven daughters. The sons were given the first seven names of the castes mentioned above, and married the seven daughters . Seven castes thus arose, and later five others were added, though it is not known how. It is intersting to not that each castes is exogamous, and Murmu,for example,cannot marry the daughters of Murmu."[৩৭]

পোলিয়া, দেশি, কোচ, এরা সকলেই রাজবংশী জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে অনেকে মনে করেন। যদিও তারা নিজেদের স্বতন্ত্র বলেই মানে। এসম্পর্কে যতীন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন -"The Rajbanshis are numerically the next largest community .They claim to be descended from the same origin as the Cooch Behar family. Whethere that is true or not their appearance and features – the high cheek bone, broad nose and shightly slanting eye – are strongly suggestive of Mongolian origin, and not Dravidian, as has been suggested. Their claim to Kshatriya status is very old, but it is only within comparatively recent times that attempts have been made to advance their social status. " [৩৮] স্থানীয় ভাষায় রাজবংশীদের বাঙ্গাল বলা হয়ে থাকে এবং গ্রামের যে অংশে তারা বসবাস করে সেই পাড়াটি বাঙ্গাল পাড়া নামে পরিচিত। পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ অংশে বাঙ্গাল বলতে অভিবাসিত পূর্ব বঙ্গের জনগোষ্ঠীকে বলা হলেও মালদহে বাঙ্গাল বলতে রাজবংশী বা দেশি পোলিয়াদের বোঝায়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন - "The Palis. Deshis and Koches are ethyinically allied to the Rajbanshis. Dr. Buchanon Hamilton , writing early in the 19 th century, considered that though they were distinguishable castes, they came from the same origin . Their claim to Kshatriya status is not admited by the Rajbanshis who consider themselves a superior caste ." [৩৯]

পোলিয়াদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ লক্ষ করা যায় - সাধু পোলিয়া এবং বাবু পোলিয়া। দেশি দের আবার গোড় দেশিও বলা হয়ে থাকে। স্থানীয়দের মধ্যে রাজবংশী এবং কোচ বলতে একই জাতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে উত্তর-পূর্ব মালদহে স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে - 'কোচের বুদ্ধি কোছাত'। আবার অভিবাসিত জনগনের একটি বৃহৎ অংশ এদের কোচ এবং রাজবংশী না বলে 'পোইলা' বলে থাকে। স্থানীয় বাচক গোষ্ঠীর বৃহৎ অংশই হল রাজবংশী, পোলিয়া, জেলে ও মুসলিম সম্প্রদায়। অভিবাসিত নমশুদ্র সম্প্রদায়কে এরা 'নব' বলে অভিহিত করে থাকে। অভিবাসিতগণ যে পড়ায় বসবাস করে থাকে তা প্রায়ই 'বাংলাদেশপাড়া', 'নব পাড়া,' 'বাংলাদেশ পট্টি,' 'হটাৎপাড়া,' 'নয়াপাড়া', 'কোলোনী,' 'রিপুজিপাড়া' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদহ জেলার জনসংখ্যা হল-

" In 2001, the district has 3, 290,468 persons of which 3,049,528 (92.68 per cent) reside in the rural area and 240,940 (7.32 per cent) reside in urban area . এবং জন ঘনত্ব ৮৮১ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে জেলার বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে বসবাস করে। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের সংখ্যা হল- " There are 15 C.D. Blocks covering 1799 villages, 2 statutory twons and 3 census twons in the district. ব্লক গুলির মধ্যে কালিয়াচক-১ জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম (৩১০,৯৩৫ জন , জেলার ৯.৪৫%) এবং বামনগোলা জনসংখ্যার দিক থেকে ক্ষুদ্রতম (১২৭,২৫২ জন , জেলার ৩.৮৭%)। "English Bazar is the major town and headquarters of the district which is inhabited by 161,456 persons in an area of 13,63 Km^2 with a density of 11,846 persons per Km^2 . The over all growth rate of population as 24.78 per cent in the district . [৪০]

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদহ জেলার মোট জনসংখ্যার ১,৬৮৯,৪০৬ (৫১.৩৪%) জন পুরুষ। ১,৬০১,০৬২ (৪৮.৬৬%) জন মহিলা। পুরুষ এবং মহিলার অনুপাতটি হল ১০০০ : ৯৪৮ জন। জেলার তপশিলি জাতি মোট জন সংখ্যার ১৬.৮৪% এবং তপশিলি উপ-জাতি ৬.৯০% তপশিলি জাতিদের মধ্যে রাজবংশী এবং পোলিয়া সংখ্যায় বেশি । তপশিলী-উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল জনসংখ্যা বেশি। আবার সাধারণ শ্রেণির মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। জেলায় বহু জাতির এক সঙ্গে বসবাস , কিন্তু কোন বিভেদ নেই।

৪.১. ধর্ম :

মালদহ জেলায় হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মের মানুষের পরিচয়ই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্যধর্মের মানুষের সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে এই জেলায় বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পরিসংখ্যান দেওয়া হল।

Census figures and distribution during 1872 – 1931

" The two main division of the population are Hindus and Muhammadans . In the first census of 1872 the Hindus were in the majority ; in that of 1931 they are in a minority . The comparative figures are –

	1872		1931	
	Total	Percent	Total	Percent
Hindus –	3,56,298	52.7 %	4,44,406	42.2 %
Muhammadans-	3,10,890	46.0 %	5,71,943	54.3%
Others -	9,238	1.3 %	37,417	3.5

The large increase in the Muhammadan community is due primerily to the immigration from Murshidabad district , but also to a higher birth

rate . Nearly twenty thousand Santals, and sixteen thousand Muhammadans from Murshidabad had taken up land in the district .[৪১]

Census এর তথ্য অনুযায়ী মালদা জেলার বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যা নিম্নরূপ-

	১৯৭১[৪২]	১৯৮১[৪৩]	১৯৯১[৪৪]
হিন্দু	---৯১৩২৮৩	১১,০৭,১৯২	১৩৭৭৮৪৪
মুসলিম	---৬৯৫৫০৪	৯১৯৯১৮	১২৫২২৯২
খ্রিষ্টান	----- ৩৪৯২	৪০২০	৫১১৮
শিখ	----- ১৩৬	১২৭	১৮৩
বৌদ্ধ	----- ৫১	১০৮	৬৪
জৈন	----- ১৯১	৩৯৫	২২৪
অন্যান্য			১৩০৭

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদা জেলার বিভিন্ন ধর্মের জনসংখ্যার শতকরা হার নিম্নরূপ-[৪৫]

হিন্দু	-----	মোট জন সংখ্যার		৫২.২৫	শতাংশ
মুসলিম	----	,,	,,	৪৭.১৯	,,
খ্রিষ্টান	-----	,,	,,	০.১৯	,,
শিখ	-----	,,	,,	০.০১	,,
জৈন	-----	,,	,,	০.০১	,,
অন্যান্য	----	,,	,,	০.০৫	,,

৪.২.শিক্ষা :

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী মালদহ জেলার সাক্ষরতার হার হল -
মোট জন সংখ্যার ৫০.২৮% সাক্ষর। পুরুষ- ৫৮.৮০% এবং মহিলা- ৪১.২৫% [৪৬]

মালদহ জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরা হল।[৪৭]

Primary

Institution	Student	Teacher
1882	362968	6244

Middle

Institution	Student	Teacher
55	16254	334

High

Institution	Student	Teacher
189	128421	2099

Higher Secondery

Institution	Student	Teacher
88	97021	1924

এই পরিসংখ্যানটি ২০০১ এর Census অনুযায়ী। বর্তমানে সর্বশিক্ষার কর্মতৎপরতায় S. S. K. এবং M. S. K. ছাড়াও C. C. E. কেন্দ্রের ফলে সাক্ষরতার চিত্রটি অনেকটা বদলে গেছে। বিদ্যালয় ছুট শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থা সচল রাখারও প্রয়াস সাম্প্রতিক কালে লক্ষ করা যাচ্ছে।

৪.৩. জীবিকা :

মালদহ জেলার ৯২.৬৮ শতাংশ মানুষই গ্রামে বসবাস করে। তাদের অধিকাংশের জীবিকা কৃষি। জন সংখ্যার একটি বৃহৎ অংশই কর্মহীন। ২০০১ এর Census অনুযায়ী -

"The Total numbers of workers – 1,340,706 (40.74)
Main workers 29.38 per cent
Marginal ,, 11.35 ,,
Non ,, 59.26 ,,"[৪৮]

সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু যুবক ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছে । এরা অধিকাংশই নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। শুধু মাত্র ভিন রাজ্যই নয় অনেকে আবার আরব আমিরশাহী দেশগুলিতে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। রাজ্যের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য রুজি রোজগার বাড়িয়ে পরিবারে আর একটু স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করা।

৪.৪. অন্যান্য :

দেশ ভাগের সময় দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মতো মালদহ জেলার ভূভাগেও অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সমস্ত দেশে অভিবাসিত জনগণের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

" Countries in Asia beyond India (including U.S.S.R.)
1. Pakistan Total – 64,474
Rural – 54,598
Urban – 9,876 "[৪৯]

এই সংখ্যাটি শুধু মাত্র পাকিস্তান থেকে আসা অভিবাসিত জনগণ, এছাড়াও অন্যান্য দেশ থেকে অভিবাসিতের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সমস্ত দেশে অভিবাসিত জনসংখ্যা হল- ১,১৯,৭২০ জন। মালদহ জেলায় অভিবাসিত জনগোষ্ঠীর আগমন কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। সারা ভারতবর্ষে যেমন ইতিহাসের গতিপথে বিভিন্ন সময়ে বিদেশি জাতির আগমন ঘটেছে , কেউ দেশ লুণ্ঠন , কেউবা দেশ শাসন , কেউবা জীবিকার সন্ধানে এসে বসবাস করছে। তাই বহু বিচিত্র ধারায় মালদহেও বিভিন্ন প্রকার জন-জাতির আগমন ঘটেছে। যেমন জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অর্থাৎ গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর এবং পুরাতন মালদহ থানায় বর্তমানে একটি বৃহৎ অংশের জনগোষ্ঠী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের, যাদের মালদহে বসবাসের সময় কাল খুব বেশি দিনের নয়। এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২১৫ জন সাঁওতাল জনসংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে তাদের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। G.E. Lambourn উল্লেখ করেছেন- "Between 1881 and 1891 there was an increase of 14.5 per cent , due mainly to the opening out of the *barind* by the Sonthals and increase of population in the south of the district."[৫০] ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সাঁওতাল জনসংখ্যা- ৭২,৮০০ জন এবং ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের Census অনুযায়ী সাঁওতাল জনসংখ্যা ৮৪,২০৭ জন। বিভিন্ন জন-জাতির সহাবস্থানে জেলার মানুষের কথ্যভাষারও বৈচিত্র দেখা যায়। মালদা জেলার ভৌগোলিক বিভাজন যেমন তিনটি, জেলার স্থানীয় কথ্যভাষাকেও তিনটি সীমা রেখায় বেধে দেওয়া যায়। যেমন বরিন্দ্ অঞ্চলের কথ্যভাষা, দিয়ারা অঞ্চলের কথ্যভাষা এবং টাল অঞ্চলের কথ্যাভাষা। মালদা জেলার ভূখণ্ডকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিকই, কথ্যভাষার নিরিখে এই বিভাজনের মধ্যেও কিছু নতুন কথা বলবার আছে । কারণ মুখের ভাষাকে কোনও নির্দিষ্ট সীমা রেখায় বেঁধে দেওয়া যায়না। তাই শুধু মাত্র টাল, দিয়িরা, বরিন্দ্ এই তিন বিভাজনই শেষ কথা নয়। আরও কিছু কথা বলবার রয়েছে। বিশেষত উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষা জেলার বাকি অংশের থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র।

তথ্যসূত্র

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গীয় শব্দকোষ, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৯৯৬ সাহিত্য অকাদেমি। পৃষ্ঠা- ১৭৮০

২. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস - বাঙ্গালাভাষার অভিধান -দ্বিতীয় সংস্করণের অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় ভাগ ২০০৭ সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১৭৬১

৩. কাজী রফিকুল হক - বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান, প্রথম প্রকাশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ - এপ্রিল ২০০৭ ।পৃষ্ঠা- ২৮২

৪. G.E. Lambourn - Bengal District Gazetteers Malda, (Calcutta- 1918), page no 1

৫. G.E. Lambourn - Ibid, page no 1-2

৬. Abu-L-Fazal Allami- The A-In-I-Akbari, Tr. Jarrett,corrected and further annotated by Sir Jadunath Sarkar, voll.-2. Page no -144

৭. M.O. Carter - Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Malda – 1928 – 35 (Bengal, 1938) . Page -1

৮. G.E. Lambourn - Ibid, page no - 1

৯. M.O. Carter - Ibid, page no - 1

১০. Census of India 1991, Series – 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District,(Page xvii)

১১. Census of India 1991, Series – 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, Table - 6 (Page- xxiv)

১২. G.E. Lambourn - Ibid, page no – 1

১৩. Jatindra Chandra Sengupta - Gazetteers of India, West Bengal, Malda, 1969. Page no – 1

১৪.Census of India 1991, Series – 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page- xv)

220122

26 JUL 2010

LIBRARY • NBU • DARJEELING

১৫. Census of India – 2001, West Bengal, Maldah District, Page no - 134

১৬. Census of India – 1991, Series – 26, West Bengal, Maldah District, (Page-xv)

১৭ Jatindra Chandra Sengupta - Ibid, Page no-84

১৮. G.E. Lambourn – Ibid , Page no -2

১৯. G.E. Ibid , Page no -2

২০. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (প্রধান সম্পাদক) - বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, বাংলা একাডেমী ,ঢাকা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ:চৈত্র ১৪০৬/এপ্রিল ২০০০ পৃষ্ঠা- ৭২৫

২১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস - বাঙ্গালাভাষার অভিধান -দ্বিতীয় সংস্করণের অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় ভাগ, ২০০৭ সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-১৪৯৪

২২. Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no-18

২৩. G.E . Ibid , Page no -2

২৪. G.E. Lambourn- Bengal District Gazetteers, Malda, (Calcutta-1918), Page no -2

২৫. Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no-84

২৬. Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no-84

২৭. G.E. Lambourn - Ibid , Page no -12

২৮. G.E. Lambourn - Ibid , Page no -13

২৯. Census of India 1991, Series – 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page xviii)

৩০. Census of India 1991, Series – 26, West Bengal, Village and Town Directory, Maldah District, (Page xv)

৩১. G.E. Lambourn - Ibid , Page no - 28

৩২. G.E. Lambourn - Ibid , Page no –27

৩৩. G.E. Lambourn - Ibid , Page no -27

৩৪. G.E. Lambourn - Ibid , Page no -27

৩৫. Census 1961 / District Census Hand book Malda Table SCT- 1 , Part- A , Page -154

৩৬. Census of India–1971, West Bengal, Maldah District, Statement- xii, Page- 11

৩৭. Jatindra Chandra Sengupta – Gazetteers of India, West Bengal, Malda, 1969. Page no-64

৩৮ Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no-71

৩৯. Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no- 72

৪০. Census of India – 2001, West Bengal, Maldah District, Page no - 134

৪১. M.O. Carter - Ibid, - Page 36

৪২. Census of India – 1971, West Bengal, Maldah District, Page no- 9

৪৩. Census of India – 1981, West Bengal, Maldah District

৪৪. Census of India 1991, Series – 26, West Bengal

৪৫. District Statistical Hand Book, 2002, Maldah, Table 2.10

৪৬. Census of India – 2001, West Bengal, Maldah District, Page no - 134

৪৭. District Statistical Hand Book, 2002, Maldah, Table-4.4.

৪৮. Census of India – 2001, West Bengal, Maldah District, Page no - 134

৪৯. Jatindra Chandra Sengupta – Ibid, Page no- 83

৫০. G.E. Lambourn - Ibid , Page no -2